দৈনিক বাংলা

তারিখ 29 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

13

বিশেষ সাক্ষাৎকারে ভিসি এমাজউদ্দিন

# সন্ত্রাসমুক্ত ক্যাম্পাস গড়তে অচিরেই আচরণবিধি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ বলেছেন, 'ঢাকা ভার্সিটি ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত ও শিক্ষা-পযোগী করে গড়ে তোলার জন্য অচিরেই একটি রাজনৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন করা হবে।

এ ব্যাপারে আগামী ১ সেপ্টেম্বর ছাত্র নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠক হবে। গত শনিবার দৈনিক বাংলাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি একথা বলেন।

* গত ৪ আগস্ট ক্যাম্পাসে যে সংঘর্ষ হয়েছিল তার প্রেক্ষিতে ১৩ আগস্ট মধুর ক্যান্টিনে যে 'ঐতিহাসিক মহামিলন' ঘটেছিল তা কি বজায় থাকবে বলে আপনি মনে করেন? এ প্রশ্নের উত্তরে ভিসি বলেন, ঢাকা ভার্সিটি ক্যাম্পাসকে শিক্ষার অনুকূল করে গড়ে তুলতে কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি ছাত্র সংগঠনগুলিরও বড় একটা ভূমিকা রয়েছে। আমি মনে করি ছাত্র সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ এবিষয়টি অনুধাবন করে আর

(৪-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ

## সন্ত্রাসমুক্ত ক্যাম্পাস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কোন সহিংস ঘটনার জন্ম দেবে না। ঢাকা ভার্সিটির অতীত গৌরবের কথা স্মরণ রেখে সবাইকে সংযম প্রদর্শন করতে হবে।

কবে নাগাদ ডাকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হতে পারে, এ প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ বলেন, ডাকসু নির্বাচন অবশ্যই হতে হবে। তবে তার আগে আমি চাচ্ছি একাডেমিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে। লেখাপড়াকে ব্যাহত করে ডাকসুর কথা চিন্তা করি না। তবে উপযুক্ত সময়ে অর্থাৎ বছরের শেষের দিকে এ বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখা যেতে পারে বলে তিনি জানান।

শিক্ষক সমিতি তাদের দাবি পূরণ ও ৪ আগস্টের ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত না করা হলে বৃহত্তর কর্মসূচী গ্রহণ করবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন, এ সম্পর্কে অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ বলেন, শিক্ষকগণ তো আমারও সহকর্মী। আর ভার্সিটির ছাত্ররা সন্তানতুল্য। আশা করি এ বিষয়টি সবাই বুঝতে সক্ষম হবেন। ভিসি বলেন, শিক্ষক সমিতির সঙ্গে এ বিষয়টি নিয়ে কথা হয়েছে। তিনি বলেন, ছাত্রদের কথা ভেবে শিক্ষকরা কোন ধরনের শক্ত কোন কর্মসূচী হাতে নেবে না বলে আমি মনে করি। এ বিষয়টির সমাধান হয়তো আমরা নিজেরাই করতে পারবো। এর জন্য তদন্ত কমিটির প্রয়োজন হবে না।

ঢাকা ভার্সিটি প্রশাসনে এক শ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা রয়েছেন যারা ছাত্রদের জালিয়াতির মাধ্যমে ভর্তি ও অন্যান্য অসাধু কার্যকলাপে লিপ্ত-এ বিষয়টি ভিসি স্বীকার করে বলেন, আমারও আশঙ্কা হয় যে, এমন কর্মকর্তা রয়েছেন, তবে চিহ্নিত করতে পারলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গৃহীত হবে। সম্প্রতি ১৪জন ভুয়া ছাত্রের ভর্তি বাতিল সম্পর্কে ভিসি বলেন, আমরা আরো তদন্ত চালাচ্ছি, ইতিমধ্যে আরো কিছু ভুয়া ভর্তি শনাক্ত করেছি। এভাবে ভর্তির জন্য তিনি নিম্নশ্রেণীর কতিপয় কর্মকর্তাকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, এর আগেও ২৩০ জন ছাত্রের ভর্তি বাতিল করা হয়েছে এই একই কারণে।

৩০ আগস্ট জাতীয় সংসদ অধিবেশন বসছে। বর্তমান এই বিরাজমান অচলাবস্থা সম্পর্কে ভিসি বলেন, 'গণতন্ত্রের স্বার্থে সরকার ও বিরোধীদল উভয়কেই ছাড় দেয়া উচিত।'

ঢাকা ভার্সিটি ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র সম্পর্কে ভিসি বলেন, টিএসসিকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টায় আছি। প্রয়োজনে ভাড়ার ব্যবস্থা করার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, টিএসসি মূলত ঢাকা ভার্সিটির আওতাধীন হলেও দীর্ঘদিন তা বহিরাগত সংগঠনের দখলে চলে গেছে। এইসব ঝামেলা এড়াতে এই পদক্ষেপ গৃহীত হচ্ছে বলে ভিসি জানান।